দরদী

তৃতীয়াঙ্ক নাটক

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

চীপ থিয়েটারে অভিনীত

উদ্বোধন রজনী—২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আট আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ব্যথিতের ব্যথায় যাঁদের হৃদয় করুণায় ভ'রে ওঠে, যাঁদের দরদ-ভরা বেদনা-বিধুর হৃদয়ে আশ্বাসবাণী—আশার পুলক-স্পন্দন জাগিয়ে তোলে আজ তাঁদেরই হাতে আমার "দরদী"কে তুলে দিচ্ছি।

লেখকের কথা

চীপ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় "দরদী" যে সাধারণের সম্মুখে সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা শুধু থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরই প্রাপ্য নয়। যাঁর প্রযোজনায় "দরদী" পাদপ্রদীপের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হইয়াছে আমার অনুজ প্রতিম শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, সুরশিল্পী শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দাস, এবং নৃত্যাচার্য্য শ্রীযুত ললিতমোহন গোস্বামী ও চীপ থিয়েটারের কৃতী শিল্পিগণেরও সমান দাবী।

নানা কারণে মুদ্রণ কার্য্যে অত্যধিক বিলম্ব হওয়ায় বর্ত্তমান সংস্করণে অভিনেতৃবর্গের নাম এই নাটকে, সন্নিবেশিত হইল না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে এ ক্রটী সংশোধন করিব।

কলিকাতা
বড়দিন—১৩৪০

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

পুরুষগণ

সুলতান		
ইরফান সাহ	...	আলেপ্যোর প্রধান আমীর
হাজি হায়দার হাফেজ	...	ঐ মোসাহেবগণ
জাফর	...	সুলতানের অনুচর
হামজাদ	...	বান্দা
নব্বু	...	আলেপ্যোসহরের জনৈক ভিখারী

সরাইওয়ালা, দাসব্যবসায়িগণ, জনৈক লোক, সিপাহিগণ, ক্রীতদাসগণ, অনুচরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

হাসিনা	...	...	নব্বুর কন্যা
গুলজার	...	...	বাঈজী
মোতিয়া	...	...	বাঁদী

ইরাণী নর্ত্তকী, বাঁদীগণ, ক্রীতদাসীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

দরদী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আলেপ্যো সহরের সীমান্তবর্ত্তী কৃষক-পল্লী—পথিপার্শ্বে নব্বুর
গৃহ। গৃহখানি সামান্য একখানি আড়ম্বরশূন্য কুটীর মাত্র—
স্বল্পপ্রশস্ত আঙ্গিনায় একটী বেদী বাঁধানো ঝাউ গাছ।
গৃহসীমানা মেহেদীর বেড়ায় ঘেরা। নব্বুর
অলোকসুন্দরী কন্যা হাসিনা সেই
আঙ্গিনার ঝাউ গাছের তলায়
বেদীকার উপর বসিয়া
গাহিতেছিল।

গীত

ওরে পাখী—ওরে পাখী
কেন আকুল স্বরে থাকি থাকি
বলিস্ "চোখ গেল" ?
এমন হাসিভরা দুনিয়াখানা
তোর চোখে লাগে না ভাল ?

রাঙ্গা রবির রঙ্গিন আলো
রাঙিয়ে দেছে কুঞ্জকলি—
রঙ্গিন আভা মেখে নাচে
কালো জলে ঢেউগুলি—
কোকিলা কুহু ডাকে, কুঞ্জবনে পাতার ফাঁকে
অলি কয় ফুলের কানে মুখটি তোল
ঘোমটা খোল ॥

[পরিব্রাজকবেশী সুলতান ও তাঁহার অনুচর জাফর বেড়ার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে হাসিনার গান শুনিতেছিলেন। গান শেষ হইলেও সুলতান স্থাণুর মত সেইখানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই লাবণ্যময়ীকে দেখিতে লাগিলেন]

জাফর। আসুন হুজুর—

সুলতান। বড় পিপাসা জাফর, ছাতি কেটে যাচ্ছে—

জাফর। তার জন্যে চিন্তা কি জনাব। ওগো বাড়ীতে কে আছ—দ্বারে পিপাসার্ত্ত পথিক—[হাসিনা বেড়ার আগল খুলিয়া বাহিরে আসিল]

হাসিনা। পিপাসার্ত্ত আপনারা? ঘরে ত আর কিছু নেই—শুধু জল দোব কেমন ক'রে? বাবা আমার ভিক্ষায় গেছেন, তিনি না এলে—

সুলতান। কোন চিন্তা নেই সুন্দরী, বুলবুলের মিষ্টি গান আর মিষ্টি কথায় আমি সুধার আস্বাদ পেয়েছি—আমার ক্ষুধার শান্তি হয়েছে —এখন শুধু একটু জল পেলে পিপাসার শান্তি করি—

[লজ্জায় হাসিনার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে মৃদু হাসিয়া নতমুখে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে জল লইয়া বাহিরে আসিল]

হাসিনা। এই জল নিন—শুধু জল কিন্তু—কিছু মনে কর্বেন না, আমি গরীব ভিকিরির মেয়ে—মেহমানের খাতির কর্ত্তে পারলুম না।

সুলতান। [জল পান করিয়া] আঃ পরিতৃপ্ত হলুম। পিপাসায় কণ্ঠাগতপ্রাণ মোসাফেরকে আজ নবজীবন দান কর্লেন আপনি, জানি না এ কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্বো কি না—আপনাকে বহুত বহুত সেলাম—[স্বগত] খোদা, জানি না এ তোমার সুবিচার কি অবিচার! বেহেস্তের যে রোশ্‌নী আমীরের ঘর আলো কর্বে সে রোশ্‌নী জ্বেলে দিয়েছ দীন ফকিরের কুটিরে! [প্রকাশ্যে] জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি বিবি, এ গৃহের মালিক কে?

হাসিনা। এ কুটীরের মালিক নব্বু ভিখারী।

[সুলতান ও জাফরের প্রস্থান।

[হাসিনা অবাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

নব্বুর প্রবেশ

নব্বু। ঋণ—ঋণ—ঋণ। ভিক্ষা ক'রে যাকে দিন গুজরাণ করতে হয় তাকেও ঋণের ভাবনা ভাবতে হয়! অথচ সে নির্দ্দোষ—নিষ্পাপ! কিছু জানে না সে—আজীবন দীনতার কোলে পালিত—ভিক্ষালব্ধ

অন্নে পরিপুষ্ট—পরিবর্দ্ধিত! কবে—কোন্ সুদূর অতীতে ঋণ করেছিলেন তার পিতা—যে পিতার এতটুকু স্নেহ সে একটী দিনের জন্য পায়নি—আজ সেই পিতৃঋণের বোঝা তার মাথায়। কোন্ ন্যায়ের বিধানে—কোন্ কর্ত্তব্যের অজুহাতে তা সে জানে না—অথচ এ গুরুদায়িত্ব তার! চমৎকার বিচার!

হাসিনা। বাবা—বাবা—

নব্বু। মুষ্টি ভিক্ষায় জীবন ধারণ করে পরের অনুগ্রহের মুখ চেয়ে—তথাপি এ দায়িত্বের বোঝা তার উপর! হোক নির্দ্দোষ সে—হোক নিষ্পাপ সে—পাওনাদারের জুলুম তাকে সইতেই হবে। খোদা! তোমার দুনিয়াটা উল্টে গেছে নাকি? নইলে—ওঃ—

হাসিনা। বাবা—বাবা—অমন কচ্ছো কেন বাবা?

নব্বু। এঁ্যা—কে—হাসিনা? কি করেছি মা—কি করেছি? কৈ আমি ত—আমি ত কিছুই করিনি?

হাসিনা। করনি? মিথ্যা বলচো আমার কাছে? আমি দেখিনি বুঝি? ও বাবা, তোমার মুখ দেখে আমার ভয় হচ্ছিল তুমি আপন মনে কি বিড়্ বিড়্ করে বক্‌ছিলে?

নব্বু। বক্‌ছিলুম নাকি? তা হবে। কাঠফাটা রোদে ঘুরে ঘুরে মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল—তাই বোধ হয় সৃষ্টির উপর খোদার এক চোখোমী দেখে তাকে গাল দিচ্ছিলুম।

হাসিনা। এটা কিন্তু তোমার অন্যায় বাবা, খোদা এক চোখো নন—সকলের উপর তাঁর সমান মেহেরবাণী।

নব্বু। মিথ্যা কথা। তা'হলে ইর্‌ফান সাহ আলেপ্যো সহরের প্রধান আমীর আর নব্বু পথের ভিখারী কেন? কোন্ অতীতের একটা অজানা ঋণের দায়ে আজ একজন নির্দ্দোষীর উপর একজন অজানা পাওনাদারের জুলুম কেন?

হাসিনা। এর জন্য খোদার অবিচার কোথায় বাবা? ইর্‌ফান সাহের নসীবে আমিরী লেখা ছিল সে আমীর হয়েছে, তোমার নসীবে ফকিরী লেখা ছিল তুমি ফকির হয়েছ। নসীবের দোষে যে ঋণী তাকে পাওনাদারের জুলুম সইতেই ত হবে বাবা!

নব্বু। নসীবের এ লেখা কার হাসিনা? তোর ঐ মেহেরবান খোদার না?

হাসিনা। এর জবাব কর্ত্তে গেলে অনেক সওয়াল জবাব, অনেক তর্ক বিতর্ক এসে পড়বে—সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত তুমি এখন একটু ঠাণ্ডা হও, খাওয়া দাওয়া কর, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ও বিষয়ের আলোচনা কর্ব্বে।

নব্বু। নিশ্চিন্ত হবো—ঠাণ্ডা হবো—বেশ সোজা কথা—মুখে এলো বলে ফেল্লি! কিন্তু বলতে পারিস্ হাসিনা, কেমন করে ঠাণ্ডা হবো? যার মাথায় আগুন জ্বল্‌ছে সে কেমন করে ঠাণ্ডা হবে বলতে পারিস? পাওনাদারের অন্যায় জুলুমে যে অতীষ্ট হয়ে উঠেছে—যার কল্পনাতীত ধারণাতীত হীন প্রস্তাব একজন নিরীহ বেচারাকে উন্মাদ করে তুলেছে তাকে নিশ্চিন্ত হবার উপায় বলে দিতে পারিস্ হাসিনা? ভিক্ষুকের জীবন-সর্ব্বস্ব একমাত্র স্নেহের নিধি

কন্যা যার আসা পথ চেয়ে সমস্তদিন ঘরে শুষ্কমুখে অনাহারে বসে আছে, আর সে যদি—হাসিনা—হাসিনা—ওঃ—খোদা—

হাসিনা। বাবা—বাবা—অমন করোনা বাবা—

নব্বু। না—না—কিছু না—হাসিনা, তোর মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে মা, কিছু খাস্‌নি বুঝি?

হাসিনা। ঘরে ত কিছুই ছিলনা বাবা—একজন মেহমান এসে-ছিল ক্ষুধার্ত্ত—পিপাসার্ত্ত—শুধু একটু জল খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেল।

নব্বু। মেহমান এসেছিল? ভিখারীর ঘরে মেহমান! [স্বগত] সেই শয়তানের চর! ওঃ এত জুলুম! এত জুলুম! দেখবো আজ তার একদিন কি আমারই একদিন—[গমনোদ্যোগ]

হাসিনা। বাবা—কোথায় যাচ্ছো বাবা? এই সারাদিন পরিশ্রম করে এসেছ আবার এখনই—

নব্বু। পরিশ্রম করেছি—ক্লান্ত হয়েছি—কিন্তু রিক্ত ফিরে এসেছি হাসিনা—ভিক্ষায় একমুঠো চানাও পাইনি। পেতুম—নেহাত রিক্ত ফিরতে হত না, কিন্তু সয়তানের শয়তানীতে রিক্ত ফিরে এসেছি। না—থাকতে পারবো না, আমায় যেতেই হবে। আমি মর্ত্তে পার্ব্বো, কিন্তু তোর শুকনো মুখ দেখে এক লহমা বাঁচতে পার্ব্বো না! তুই ভেতরে যা—ঘরের বার হস্‌নি। হাজার মেহমান আসুক ঘর থেকে বেরুস্‌নি।

[প্রস্থান।

হাসিনা। বুঝতে পারলুম না, বাবার আজ এরূপ ভাবান্তর কেন? মেহেরবান খোদা, আমায় বুঝিয়ে দাও এও কি তোমার মেহেরবাণী!

গীত

কেয়া মেহেরবাণী ইয়ে তেরা
খোদা তুহি মেহেরবান।
হাসি খুসি দুখ দরদ ক্যায়সে করুঁ পয়চান॥
কোইকো মিল্‌তা উম্‌দা খানা
বাগ বাগিচা বালাখানা,
কোইকো ভুকে মুঠি চানা
মিলানে পরেশান্‌॥

[কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল]

নব্বুর পুনঃ প্রবেশ

নব্বু। হাসিনা—হাসিনা- মা—

হাসিনার প্রবেশ

হাসিনা। আবার ফিরলে যে বাবা?

নব্বু। তাইতো আবার শুধু হাতে ফিরলুম! ঐ শুক্‌নো মুখখানি দেখেই ত আকুল হয়ে ছুটেছিলুম—আবার ফিরলুম কেন? কি জানিস্‌ মা, একটা অজানা আতঙ্ক যেন আমার পেছু নিয়েছে।

হাসিনা। কিসের আতঙ্ক বাবা ?

নব্বু। কিসের আতঙ্ক! না—থাক, ও কিছু নয়, তুই ভেতরে যা—আমি যাচ্ছি—

হাসিনা। তোমায় বলতেই হবে বাবা, নইলে আমি কিছুতেই ছাড়বো না—

নব্বু। সে কথা শুনে তোর কাজ নেই মা, হয়ত—শুনে তোর ভারি রাগ হয়ে যাবে, হয়ত ভারি দুঃখ হবে—হয়ত খুব কাঁদবি, হয়ত বা আমায় পাগল বলে দেদার হাস্‌বি।

হাসিনা। আতঙ্কের কথা বলছো অথচ সে কথা শুনে আমি হাসবো ?

নব্বু। তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এই আমি একজন নেশাখোর—জল দেখলেই আমার আতঙ্ক হয় আর তুই তা দেখে হাসিস্—ঠিক এম্নি একটা ব্যাপার মনে কর।

হাসিনা। তাই বা মনে কর্ত্তে যাবো কেন ? তোমার জল দেখলে যেমন ভয় হয় শত্রুর ছুরি দেখলেও ত তেম্নি ভয় হয়—তাবলে এটা ত আর হাসির কথা নয়।

নব্বু। তা নয় বটে—কিন্তু জানিস ত আমাকে শত্রুর ছুরি আমি মোটেই ভয় করি না। ছুরি দেখলে আমার বুকের রক্ত নেচে ওঠে—হাতের লোলমুষ্টি পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে ওঠে—কোমরে ঝোলানো মরচেধরা ছুরিখানা খাপ থেকে টানতেই সমস্ত মরচে ঝরে গিয়ে রোদে ঝক্‌ঝকিয়ে ওঠে।

হাসিনা। তবে এ কিসের আতঙ্ক বাবা ?

নব্বু। ঋণ—কোন্ সুদূর অতীতের একটা অজানা ঋণ! যা হাসিনা, তুই ঘরে যা—

হাসিনা। কার ঋণ? কিসের ঋণ? শুনেছি তুমি ত চিরদিনই ভিক্ষুক—তোমার আবার ঋণ কিসের বাবা?

নব্বু। আমার ঋণ নয় হাসিনা, সয়তান বলে আমার পিতৃঋণ, আর সে ঋণ শোধ কর্ত্তে হবে আমাকে—

হাসিনা। একি অন্যায়!

নব্বু। অন্যায় কেন বলছিস্ হাসিনা, বল তোর মেহেরবান খোদার মেহেরবাণী।

হাসিনা। মহাজন কে বাবা?

নব্বু। আলেপ্যোর প্রধান আমীর ইর্‌ফান সাহ—ব্যস, আর তোর কিছু শোনবার নেই মা, এইবারে ঘরে যা—

হাসিনা। ওঃ এরা কি মানুষ!

নব্বু। সয়তান—হাসিনা সয়তান। যা—

হাসিনা। কিন্তু এ অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রে আমরা যদি সুলতানের কাছে আবেদন করি তাহলে কি এ অন্যায়ের প্রতিকার হয়না বাবা?

নব্বু। সেখানে পৌঁছাবো কেমন ক'রে হাসিনা, আমরা যে গরীব।

হাসিনা। গরীব বলে কি আমরা তাঁর প্রজা নই বাবা?

নব্বু। ঐখানেই গলদ হাসিনা—ঐখানেই গলদ! গরীবের কান্না কেউ শোনেনা—রাজাও শোনে না, বুঝি খোদাও শুনতে পায় না।

হাসিনা। ভুল ধারণা বাবা, রাজা না শুনলেও খোদা শুনবেনই শুনবেন।

নব্বু। এও শোনা কথা হাসিনা, এতখানি উমোর হলো কখনও ত— যাক্‌ ও কথা—তুই ঘরে যা—

[হাসিনার প্রস্থান।

হাসিনার শুক্‌নো মুখ দেখেও এইখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবো ? না—না—তা পার্কো না—ভিক্ষায় বেরুতেই হবে। কিন্তু সেই অবসরে যদি সয়তান ইরফান আমার স্নেহের পুতলীকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে যায়! সয়তান তাকে বাঁদী কর্ত্তে চায়—বিনিময়ে আমায় ঋণমুক্ত কর্বে ? না—না—তা হবে না—প্রাণান্তেও আমি তা হতে দোব না—এইখানে যখের মতো তাকে আগ্‌লে বসে থাকবো—সারাদিন সারারাত! কিন্তু সমস্ত দিন সে অনাহারী—মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে—আমি বাপ—বসে বসে তাই দেখবো ? খোদা—খোদা—তুমি রইলে আর আমার হাসিনা রইলো আমি ভিক্ষায় চল্লুম—আমি ভিক্ষায় চল্লুম—

[প্রস্থান।

হাসিনার প্রবেশ

হাসিনা। বাবা—না চলে গেছেন! আজ তিনি কেন এত উন্মনা— কিসের আতঙ্ক তাঁর ? একটা অন্যায় ঋণের দাবী কর্‌ছে একজন তাতে তাঁর এত আতঙ্ক কেন ? মেহমানের নাম শুনে শিউরে উঠলেন কেন ?

ছদ্মবেশে গুলজারের প্রবেশ

গুল। [স্বগত] যে রূপ দেখে ইরফান সাহ এতদূর আত্মহারা— সে রূপ আমায় দেখতেই হবে। বলে ভিখারীর ঘরে আসমানের হুরী—আমি তার বাঁদীর যোগ্য! কি স্পর্দ্ধা ইরফান সাহের! আলেপ্যো সহরের রূপসী কুলরাণী গুলজার বাঈ যার বাঁদীর যোগ্য তাকে একবার দেখতেই হবে। এই ত মসজিদের পথ ধরে পূর্ব্বমুখে এলুম—এই তো মেহেদীর বেড়া দেওয়া কুঁড়ে ঘর! দেখি— [হাসিনাকে দেখিয়া] বলতে হ্যাঁগা পারো এটা কার বাড়ী?

হাসিনা। বিদ্রূপ কচ্ছেন কেন ভিখিরীর কুঁড়েকে বাড়ী বলে—

গুল। কিছু মনে করনা বোন, অভ্যাস দোষে বেরিয়ে গেছে। এ গৃহের মালিক কে?

হাসিনা। নব্ব ভিখারী—

গুল। তুমি?

হাসিনা। তাঁর কন্যা—

গুল। তুমি? আমি তোমারই কাছে এসেছি।

হাসিনা। কেন?

গুল। তোমায় দেখতে—

হাসিনা। কেন?

[গুলজার আঙ্গিনায় গেল]

গুলজারের গীত

নিরালায় কোন্ কুঞ্জমাঝে
অনুরাগে ফুটেছে কোন্ ফুল।
সৌরভে তার গেছে ভরে
দুনিয়ার দুটী কূল॥
আকুল অলির জোর পিয়াসা,
ছুটে বেড়ায় হারিয়ে দিশা,
আমারও সই তাইতে আসা
দেখতে দৃষ্টি ভুল কি সৃষ্টি ভুল॥

হাসিনা। তুমি চলে যাও—তুমি চলে যাও—আমরা দীন ভিখারী ব'লে ঘরে এসে অপমান কর্ত্তে সাহসী হয়েছো—এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার!

গুল। আমায় মার্জ্জনা কর বোন, আমি বুঝতে পারিনি যে তুচ্ছ একটু রহস্যের আঘাত তোমার বুকে এতখানি বাজ্‌বে। আলেপ্যোর শ্রেষ্ঠ আমীর ইয়্‌ফান সাহের মুখে তোমার অলোকসামান্য রূপের কথা শুনে তোমায় দেখতে এসেছিলুম। দেখলুম, তার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—কিন্তু বোন, এ সত্যতার আবেষ্টনের বাইরে যে সয়তানের লোলুপ দৃষ্টি উঁকি মার্‌ছে, আমি ভেবে উঠতে পাচ্ছি না তুমি তা হতে কেমন ক'রে আত্মরক্ষা কর্ব্বে।

হাসিনা। [স্বগত] ইয়্‌ফান সাহ! পিতা এরই কথা বার বার বলছিলেন! এখন বুঝতে পাচ্ছি তিনি এতটা উন্মনা কেন।

গুল। কি ভাবচো বোন ?

হাসিনা। ভাবছি নিজের দুরদৃষ্টের কথা—আর কি ভাববো !

গুল। না—আমি বলবো তুমি কি ভাবচো ? তুমি ভাবচো আমার কথা, মনে হচ্ছে তোমার আমি ঐ শয়তানের হাতের যন্ত্র এসেছি তোমায় পরীক্ষা কর্ত্তে। কেমন ?

হাসিনা। [নিরুত্তর]

গুল। চুপ ক'রে রৈলে যে ? বুঝেছি। কিন্তু এ তোমার ভুল ধারণা বোন। আমার পরিচয় শোন নি, শুনলে হয়ত ঘৃণা কর্ব্বে—আলেপ্যো সহরের গুলজার বাঈজীর নাম শুনেছ ? আমি সেই গুলজার বাঈ। লম্পট সয়তান ইরফানের প্রমোদসঙ্গিনী হীন বারাঙ্গনা হলেও আমি হৃদয়হীনা নই—পবিত্রতার অমর্য্যাদা করি না—কর্ত্তে জানি না। ভগ্নি বলে তোমায় সম্ভাষণ করেছি, আমি হীনা কুলটা হলেও ভগ্নির মর্য্যাদা রাখতে প্রয়োজন হলে প্রাণ দোব। আমায় বিশ্বাস কর বোন, জেনে রেখো, গুলজার বেঁচে থাকতে শত ইরফান সাহের সাধ্য নেই যে তার ভগ্নির মর্য্যাদায় ঘা দেয়।

[প্রস্থান।

হাসিনা। এ সত্য না স্বপ্ন ! বাবা—বাবা, তোমার কোন চিন্তা নেই, মেহেরবান খোদা আমার সহায় !

["মেহেরবাণী ইয়ে তেরা খোদা তুহি মেহেরবান" গানের প্রথম চরণ গাহিতে গাহিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল]

[নব্বুর গৃহসম্মুখস্থ পথ দিয়া দ্রুতবেগে হামজাদ ও তৎপশ্চাৎ মোতিয়ার প্রবেশ ও দ্বৈত গীত]

হামজাদ— ছেড়ে দে ছেড়ে দে ছেড়ে দে
তোর নাকনাড়া আর সয়না।
উঠ্‌তে বস্‌তে দিস্‌ খোঁটা
তোর কথায় কথায় বায়না॥

মোতিয়া— তোর হ'ল কি—এবার হোল কি ?
এত গুমোর কিসের রে তোর—
কেন এত চালাকী ?

হামজাদ— আমি দেখেছি হাসিন্ চিড়িয়া
একার আনবো তারে ধরিয়া
তার মিঠা বুলিতে প্রাণ জুড়োবে—
তোর ভাঙ্গবো দেমাক বুজ্‌রুকি॥

মোতিয়া— ওরে আমার সাত রাজার ধন মাণিক—

হামজাদ— তুই থাক্‌না থামুশ খানিক—

মোতিয়া— ছি ছি প্রাণটা তোর কি পল্‌কা
দুটো রসিকতা হাল্‌কা
নুয়ে পড়ে তারই ভারে একটু সোজা রয়না।
একঘরে ঘর কর্ত্তে গেলে
ঝগড়া কি চাঁদ হয় না ?

হামজাদ। না—না—না কিছুতেই না—তোর দেমাক ভাঙ্গবোই ভাঙ্গবো—

মোতিয়া। কেন হামজাদ, আমি তোর কি করেছি?

হামজাদ। কি কর্ত্তে বাকী রেখেছিস্? আমি নেহাৎ শিষ্টশান্ত গোবেচারা তাই তোর সব জুলুম জবরদস্তী, নাকনাড়া, দাঁত খিঁচুনী, সোহাগের কানমলা, চড় চাপড়, মায় লাথীটে পর্য্যন্ত বেমালুম হজম ক'রে আস্ছি। এত করেও তোর মুখে একটা মিষ্টি বাক্যি শুনতে পেলুম না—"মরণ আর কি", "মর মুখপোড়া" তোর প্রেম সম্ভাষণ, কথায় কথায় কবরে প্রেরণ তোর সোহাগের আব্দার—তার উপর ঝাড়ু আছে, পাখার বাঁট আছে, পায়ের পাদুকা আছে। যার পিঠের চামড়া দুপুরু সেই তোমার সঙ্গে প্রেম কর্ব্বে আমার কর্ম্ম নয়।

মোতিয়া। ছি হামজাদ, আমি তোকে এত ভালবাসি আর তুই আমার নিন্দে কচ্ছিস?

হামজাদ। আরে তোবা—তোবা! এ আবার নিন্দে কোথায় বিবিজান, তোমার গুণকীর্ত্তন কচ্ছি। যাক্, কথা কাটাকাটি ত অনেক হ'ল —এখন তুমিও পথ দেখ, আমিও পথ দেখি—

মোতিয়া। সে কি?

হামজাদ। অবাক হলি যে! ইর্‌ফান সাহেবের বান্দা হয়ে এই প্রেমের ব্যবসাটা এখন একটু একটু শিখেছি। তাঁর মত পাকা ব্যবসাদার না হলেও কালে যে একজন পাকা ব্যবসাদার হতে পার্ব্বো এটা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।

মোতিয়া। কি বলছিস্ তুই ?

হামজাদ। ঠিক বলছি—এ ব্যবসায় লাভ কর্ত্তে গেলে লেনদেন হাতবদ্‌লানো নিত্যি নতুন চাই—একজায়গায় মাটী কামড়ে পড়ে থাকলে লাভ ত দূরে থাক, উল্টে মূলধনে ঘা পড়ে। দেউলে ত হতেই হবে, তা ছাড়া—হাল হবে ঠিক আমারই মত—গালও শুনতে হবে কানও বাড়িয়ে দিতে হবে—আবার মান ভাঙ্গতে পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিতে হবে—যেমন দর্গায় ধর্ণা দেয়। কাজ কি অত ল্যাঠায়! ইর্‌ফান সাহেব নয়া চিড়িয়ার পেছনে ছুটেছেন, আমি বান্দা তাঁর একটু কেরামতি দেখাবো না ?

মোতিয়া। নতুন চিড়িয়া ? কোথায় ?

হামজাদ। এ্যাদ্দিন বাঈজী নাচনেওয়ালীর উপর নজর ছিল—কিছু যায় আসে নি, কিন্তু এখন লুব্ধদৃষ্টি গিয়ে পড়েছে অনেক দূরে—ভদ্রলোকের অন্দরের আবরু ভেদ ক'রে—

মোতিয়া। কোথায়—কত দূরে হামজাদ ?

হামজাদ। নিকটেই—এক ভিখারীর ঘরে। দীন ভিখারীর মাথায় একটা অজানা ঋণের বোঝা চাপিয়ে কৌশলে তার সর্ব্বনাশ করাই ইর্‌ফান সাহেবের উদ্দেশ্য।

মোতিয়া। কি কর্ব্বি মনে কচ্ছিস্ ?

হামজাদ। ঋণের দাবী অনেক টাকার কি যে কর্ব্বো কিছুই ভেবে ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছি না। পরাধীন ক্রীত দাসদাসী আমরা আমাদের যোগ্যতাই বা কতটুকু ? কথাটা শুনে প্রাণের ভেতর কি রকম কি

একটা হয়ে গেল—তোর কাছে বিরক্তির ভাব দেখিয়ে মনিবের বাড়ী থেকে চলে এলুম—কিন্তু কেন এলুম, কি কর্ত্তে এলুম তাতো ভেবে ঠিক কর্ত্তে পার্চ্ছিনা মোতিয়া। কথায় বা কার্য্যে আমাদের কে বিশ্বাস কর্ব্বে—আমরা যে সেই সয়তানের বান্দা বাঁদী!

মোতিয়া। তবে আর কি কর্ব্বি, চল, ফিরে যাই—

হামজাদ। এই ঘৃণিত জীবনটাকে একটা বড় কাজে লাগাবো বলে যে মন নিয়ে সয়তানের পুরী থেকে বেরিয়ে এসেছি সে মনটাকে ব্যর্থতার কঠোর আঘাতে ভেঙ্গে চুর্‌মার ক'রে নিয়ে আবার সেখানে ফিরে যাবো?

মোতিয়া। ফিরে যেতেই হবে। ভুলে যাচ্ছিস্‌ কেন হামজাদ, আমরা যে আত্ম-বিক্রীত। চারিদিকে তার হাজার হাজার লোক—তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথায় পালাবি হামজাদ? পালাতে ত পার্ব্বিনা, উপরি লাভ হবে—অত্যাচার—উৎপীড়ন—নির্য্যাতন! কাজ নেই হামজাদ, চল ফিরে যাই—যদি পারিস ত মনের সঙ্কল্প কাজে পরিণত কর সেইখানে বসে।

হামজাদ। মোতিয়া—[ইঙ্গিতে চুপ করিতে বলিল]

মোতিয়া। মনিব যে! কি হবে হামজাদ?

[হামজাদ ইঙ্গিতে তাহাকে নীরব থাকিতে বলিল]

সানুচর ইরফান সাহের প্রবেশ

হামজাদ। এই যে হুজুর—বান্দা থাকতে জনাবের এতটা তকলিফ করার প্রয়োজন কি ছিল? কাল রাত্রে জনাবের সঙ্গে গুলজার বাঈয়ের যে তর্ক হচ্ছিল তার যেটুকু বান্দা শুনেছে তাতেই হুজুরালীর মনের কথা জানতে পেরেছে। তাই জনাবের আদেশের অপেক্ষা না করে বান্দা ছুটে এসেছে সে চিড়িয়ার সন্ধানে।

ইরফান। সাবাস্ গোলাম। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে সে চিড়িয়া ধরবার কি উপায় ভাবছিস্ হামজাদ?

হামজাদ। তাই তো! কি বলবো জনাব? বাঁদী তুই বল?

ইরফান। কেন তুইই বল না কি হয়েছে।

হামজাদ। এখানে এসে বাঁদীকে পাঠালুম সেই চিড়িয়ার সন্ধানে—বাঁদী ফিরে এসে বললে চিড়িয়া উড়েছে। তাই ভাবছি জনাব, কি কর্ব্বো!

ইরফান। মিথ্যা কথা—একটু আগে গুলজারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে—গুলজার সে কথা ভাঙ্গতে চায় নি আমি কৌশলে তা জেনেছি—

হামজাদ। আমি শুনলুম জনাব, তার একটু পরেই সেই ভিকিরী বেটা তাকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে। নয় মোতিয়া? আমরা এই কথাই শুনলুম না?

মোতিয়া। হ্যাঁ—জনাবালী—আমরা ঐ কথাই শুনেছি—

ইর্‌ফান। বটে! [অনুচরদের প্রতি] তোমরা এখনি যাও—এ সহরের প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক কক্ষ, পথ, ঘাট, উদ্যান, উপবন সমস্ত তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর—তাদের যেখানে যে অবস্থায় পাবে আমার কাছে নিয়ে আসবে—[অনুচরগণের প্রস্থান] দেখাবো একবার সেই ভিখারী সয়তানকে ইর্‌ফান সাহের উপর চাল চালার পরিণাম কি? আয় হামজাদ—

হামজাদ। হাল চালটা একবার ভাল ক'রে না দেখেই যাবো হুজুর?

ইর্‌ফান। ভাল, দেখেই আয়—

[প্রস্থান।

হামজাদ। মোতিয়া, এইবার তুই একটা মতলব দে—

মোতিয়া। মেয়ে মানুষের কাছে মতলব চাচ্ছিস তুই?

হামজাদ। ওরে মেয়ে মানুষের ইজ্জত বাঁচাতে মেয়ে মানুষের মতলবই বেশী কাজে লাগে।

নব্বুর প্রবেশ

নব্বু। হাসিনা—হাসিনা—মা—

হামজাদ। আস্তে বুড়ো মিঞা, আস্তে—মাথার উপর বিপদের খাঁড়া ঝুলছে তোমার—চেল্লাবে কি মরবে।

নব্বু। কে তুমি? কি বলচো?

হামজাদ। পরিচয় শুনে বিশেষ সুখী হবে না বুড়ো মিঞা, তবে যা বলবো তা যদি শোন হয়ত ফাঁড়া কেটে যাবে।

নব্বু। তোমার কথা ত আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা—একটু দাঁড়াও তুমি, এসে তোমার কথা শুনবো—আগে তাকে কিছু খেতে দিয়ে আসি—সমস্ত দিন অনাহারে আছে সে—আর আমি বাপ হয়ে এখনও নিশ্চিন্ত আছি—

হামজাদ। একদিন না খেলে মানুষ মরেনা বুড়ো মিঞা, কিন্তু এক লহমার বিলম্বে সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

নব্বু। কেন? কিসের সর্ব্বনাশ?

হামজাদ। সব জেনেশুনে কেন ন্যাকা হচ্ছো বুড়ো মিঞা? যদি কন্যার মর্য্যাদা রাখতে চাও এখনি তাকে নিয়ে পালাও—ইরফান সাহের চর চারদিকে তোমাদের সন্ধানে ফিরছে। আমি ইরফান সাহেবকে বুঝিয়েছি তোমরা আগে হতেই সহর ছেড়ে চলে গেছ—

[অন্তরাল হইতে ইরফান সাহের একজন অনুচর
তাহাদের দেখিয়া দ্রুত চলিয়া গেল]

নব্বু। এত মেহেরবাণী তোমার এই গরীবের প্রতি—কে তুমি? তুমি কি খোদার দূত?

হামজাদ। ওসব বকেয়া বুলি ছাড়ো মিঞা, অমূল্য সময় নষ্ট না করে কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা কর—পালাও—

হাসিনার প্রবেশ

হাসিনা। কার সঙ্গে কথা কইচো বাবা?

নব্বু। কে হাসিনা—এসেছিস্—বেশ করেছিস্—চল—চল পালিয়ে যাই—

হাসিনা। কোথায় যাবো বাবা? আমার পবিত্র জন্মভূমি—আমার মায়ের পবিত্র স্মৃতিমন্দির—আমার আবাল্যের আনন্দনিলয় এই কুঁড়ে ছেড়ে কোথায় যাবো বাবা? যার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে আমার অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতি জড়ানো, যার প্রত্যেক ধূলিকণাটি আমার স্নেহময়ী জননীর চরণ স্পর্শের স্মৃতি বুকে নিয়ে চির পবিত্র মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে—সে পুণ্যতীর্থ ছেড়ে আমি কোথায় যাবো বাবা?

নব্বু। কোথায় যাবি? যেদিকে দু চক্ষু যায়—জানিনা, বেহেস্তে কি জাহান্নমে—

হাসিনা। বাবা—

হামজাদ। বুড়ো মিঞা, এখনো বিলম্ব কচ্ছো?

নব্বু। কি জানো ভাই, বহুদিনের সম্বন্ধ এই পাতার কুঁড়ের সঙ্গে—যৌবনে একদিন কত আশা নিয়ে দুটী প্রাণী আমরা এই কুঁড়েঘর বেঁধেছিলুম, তারপর খোদা একটী নতুন দিয়ে আমার পুরোনো সাথীটীকে কেড়ে নিলেন। সেই থেকে এই কুঁড়েয় বাস কচ্ছি আমার সেই নতুন অবলম্বনটীকে বুকে ক'রে। আজ বড় আদরের সেই স্মৃতিমন্দির ছেড়ে যেতে—

[নেপথ্যে অশ্বপদ শব্দ]

মোতিয়া। হামজাদ, একদল ঘোড়া ছুটে আসছে না।

হামজাদ। সর্ব্বনাশ—ইরফান সাহেব। কি কর্লে বুড়ো মিঞা—কি কর্লে !

অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সানুচর ইরফান সাহেব প্রবেশ

ইরফান। কোথায় পালিয়েছিলে সয়তান ?

হামজাদ। বুড়ো হয়ে লোকটার ভীমরথি হয়েছে জনাবালী। সেই আপনারা চলে গেলেন—আমরা ভাবছি কি করি—হঠাৎ দেখি—বুড়ো মিঞা মেয়ের হাত ধরে অতি সন্তর্পণে বেড়া ঠেলে ঢুকছে। তড়াক্ করে গিয়ে ধরলুম বুড়োর হাতটা চেপে। তার পর সেই থেকে এত বোঝাচ্ছি—সোঝাচ্ছি—কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা। বাঁদীকে দিয়ে সংবাদ পাঠাবো মনে কচ্ছি—শুনতে পেলুম ঘোড়া হুজুরদের—খটাবগ্ খটাবগ্ পায়ের শব্দ। ব্যস, এতক্ষণে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলুম।

ইরফান। মনে করেছ কি মূর্খ সহর ছেড়ে গেলেই ইরফান সাহেব ঋণের দায় থেকে মুক্তিলাভ কর্ব্বে ?

নব্বু। পালিয়েছিলুম ? কে বল্লে পালিয়েছিলুম ?

হাসিনা। আমরা ত কোথাও যাইনি—বাবা গিয়েছিলেন ভিক্ষা কর্ত্তে—এই মাত্র ফিরে এসেছেন, এই লোকটা কোথায় যাবার কথা বাবাকে বলছিল—কিন্তু আমরা ত কোথাও যাইনি।

[হামজাদ নব্বুকে ইঙ্গিত করিল]

নব্বু। পালিয়েছিলুম—হ্যাঁ—হ্যাঁ—পালিয়েছিলুম, কিন্তু ফিরে এলুম পিতৃঋণের দায়ে—

হাসিনা। কেন বাবা মিথ্যা কথা বলছো? কখন পালালে তুমি? বলনা—ভিক্ষায় গিয়েছিলে। যা পেয়েছ মহাজনকে দাও। আমরা উপবাসী থাকবো—এম্নি করে ঋণ শোধ কর্ব্বো।

ইর্‌ফান। পালাওনি? হামজাদ?

হামজাদ। আজ্ঞে দস্তরমত পালিয়েছিল, আমি না হলে—

হাসিনা। মিথ্যা কথা—আমরা পালাইনি। কেন পালাবো? পিতামহের ঋণ শোধ কর্ত্তে হয়, নিজেদের খোরাকের অর্দ্ধেক দিয়ে অল্প অল্প ক'রে শোধ করবো—পালাবো না!

ইর্‌ফান। কিন্তু তাতে যে সারা জীবনেও শোধ কর্ত্তে পার্ব্বেনা সুন্দরী—

হাসিনা। না পারি খোদার কাছে ত আর গুণাগার হবনা।

ইর্‌ফান। তা হয়না সুন্দরী। নব্বু—

নব্বু। জনাব—

ইর্‌ফান। তোমায় আগেও বলেছি, এখনও বলছি—শুধু তোমার কন্যার বিনিময়ে আমি তোমার ঋণ মুক্ত কর্ত্তে পারি। বল, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত কিনা? তোমার কন্যা তোমারই থাকবে, শুধু একটা

কি দুটো দিনের জন্য সে হবে আমার বাঁদী—বল, সম্মত কিনা ?

নব্বু। ঋণের জন্য আমি আপনাকে বিক্রয় কচ্ছি জনাব—

ইরফান। তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, তোমার জীবনের কোন মূল্য নেই। তোমার কন্যার জন্য আমি নিজে এসেছি এ প্রস্তাব নিয়ে, বল, সম্মত কিনা ?

নব্বু। না—না—না—কন্যামূল্যে আমি ঋণমুক্ত হতে পার্ব্বোনা। জনাব আমায় অন্য উপায় বলে দিন—

ইরফান। ভিক্ষুক কন্যার আবার মর্য্যাদা !

হাসিনা। জনাব, খোদা আপনাকে একরাশ অর্থের মালিক করেছেন বলে মনে কর্ব্বেন না—আপনার স্ত্রী কন্যা ভগ্নিরই শুধু মর্য্যাদা আছে, আর সেই অর্থে আমরা বঞ্চিত বলে আমাদের মর্য্যাদা নেই।

ইরফান। হীন ভিক্ষুক বালিকা একজন আমীরের উপভোগ্যা হবে—এইটুকুই তার জীবনের পরম সৌভাগ্য—চরম মর্য্যাদা।

হাসিনা। এ যদি সৌভাগ্য হয় জনাব, জেনে রাখুন, এমন সৌভাগ্যে আমি পদাঘাত করি।

ইরফান। বটে এতদূর স্পর্দ্ধা—[অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিবামাত্র দুইজন হাসিনাকে ধরিল] তাঞ্জামে ক'রে নিয়ে যা সরাসর আমার নাচঘরে—

নব্বু। ছেড়ে দে সয়তানের দল—

[উন্মুক্ত ছুরিকা লইয়া অনুচরদিগকে আক্রমণ করিল কিন্তু
বার্দ্ধক্য-হেতু তাহার সামর্থে কুলাইল না বটে তথাপি
সাধ্যমত বাধা দিতে লাগিল কিন্তু শক্তিমান ইয়্ফান
সাহ সজোরে তাহার কণ্ঠদেশ ধরিয়া পদাঘাতে
ভূপাতিত করিল—নব্বু আর্ত্তনাদ
করিয়া সংজ্ঞা হারাইল]

হাসিনা। বাবা—বাবা—

হাযজাদ। ঠিক হয়েছে—বল আর একবার পালাইনি—

[অনুচর হাসিনার মুখ বাঁধিয়া তুলিয়া লইয়া গেল]

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—ইরফান সাহের অট্টালিকা মধ্যস্থ নাচঘর। সম্মুখভাগ সুসজ্জিত। মধ্যে একটী দরজা—দরজায় পর্দ্দা দেওয়া। গীতবাদ্যের সমস্ত সরঞ্জাম ও পানাদির সমস্ত সরঞ্জাম যথারীতি সজ্জিত। একপার্শ্বে একটী সোফা। সোফার উপর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসিনা শায়িত। হাসিনার মুখ তখনও কাপড় বাঁধা। হাসিনা ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করিল। দুই হস্তের সাহায্যে মুখের বন্ধন খুলিয়া ফেলিল—তারপর উঠিয়া বসিয়া সবিস্ময়ে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। কিয়ৎক্ষণ হতভম্বের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দ্রুতপদে দ্বারের দিকে গেল, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিল—পরে মধ্যবর্ত্তী দরজার পর্দ্দা সরাইয়া দেখিল সে দ্বারও রুদ্ধ তখন হতাশভাবে সোফার উপর বসিয়া পড়িল।]

হাসিনা। ওঃ এতক্ষণে মনে পড়েছে আমি কোথায়? এ সয়তানের কবল থেকে কেমন করে মুক্তি পাবো? কে আমায় মুক্তি দেবে? খোদা! নসীবে কি এই লিখেছিলে! বাবা—বাবা—কে শুনবে? কোথায় তিনি? তিনি কি বেঁচে আছেন? চোখের সামনে সয়তানরা তাঁর উপর নির্ম্মম অত্যাচার করেছে—জীর্ণদেহে সে অত্যাচার কতক্ষণ সইবে! ওঃ—বাবা—বাবা—[পুনরায় সংজ্ঞা হারাইল]

দ্বার খুলিয়া গুলজার ও হামজাদের প্রবেশ

গুল। পার্ব্বি হামজাদ, এই অসহায়া হতভাগিনী বালিকার ভার নিতে? যেমন উপদেশ দিয়েছি সেই মত কাজ কর্ত্তে হবে—এতটুকু এদিক ওদিক হলে সব নষ্ট হবে।

হামজাদ। যখন তুমি সহায় তখন হামজাদ পারে না এমন কাজ দুনিয়ায় নেই।

গুল। বাগানের খিড়কির ফটকে বাহকেরা আমার তাঞ্জাম নিয়ে অপেক্ষা কর্চ্ছে—তাদের বুঝিয়ে দিবি যেন মোতিয়াকে নিয়ে আমিই হাওয়া খেতে যাচ্ছি—আর খবরদারী কর্ত্তে তুই আমাদের সঙ্গী। বুঝেছিস্?

হামজাদ। আর তুমি?

গুল। আমি এইখানে থাকবো ঐ ভিখিরীর মেয়ে সেজে—তারপর নসীবে যা আছে তাই হবে। হীনা বারাঙ্গনা আমি আমার আর লজ্জা অপমানের ভয় কি?

হামজাদ। এতদিন তোমায় ঘৃণার চক্ষে দেখে এসেছিলুম, ভাবিনি এত মহৎ তুমি—মা তোমায় বহুত বহুত সেলাম—

গুল। ওকি চলে যাচ্ছো যে? এতবড় একটা কাজ কর্ত্তে যাচ্ছো পুরস্কারের আশা করনা হামজাদ?

হামজাদ। অসহায় দুর্ব্বলের আপদ বিপদে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা খোদা—তুমি আমি শুধু উপলক্ষ বৈত নয়। কাজেই পুরস্কার দেবার মালিকও তিনি।

গুল। এ তাঁরই দেওয়া হামজাদ—নইলে ইরফান সাহেবের মত সয়তানের মন ভিজবে কেন? একদিন সুযোগ পেয়ে আমি তার কাছে তোমাদের মুক্তি প্রার্থনা করেছিলুম সে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছে—নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য এতদিন সে কথা তোমাদের বলিনি—এই নাও হামজাদ তোমাদের মুক্তিপত্র আর এই নাও তোমাদের পাথেয়—[মুক্তিপত্র ও মুক্তাহার প্রদান]

হামজাদ। মা—মা—এত করুণা তোমার!

গুল। আর বিলম্ব ক'রনা হামজাদ—প্রস্তুত হওগে—

[হামজাদ প্রস্থান করিলে গুলজার হাসিনার নিকট গেল]

গুল। ভগ্নি—

হাসিনা। কে?

গুল। চিনতে পেরেছ?

হাসিনা। তুমি—তুমি· এখানে কেমন ক'রে এলে? তোমাকেও কি তারা ধরে এনেছে?

গুল। সে পরিচয় পরে শুনবে—এখন যদি মর্য্যাদা রাখতে চাও—আমার সঙ্গে এসো—

হাসিনা। কোথায়?

গুল। প্রশ্ন কর না—সঙ্গে এসো—

[হাসিনার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

হামজাদ ও মোতিয়ার প্রবেশ

গীত

হামজাদ— ঝক্‌মারির আজ হাত এড়ালি
চল চলে যাই সেলাম ঠুকে।
দিন মজুরি কর্ব্বো দু'জন
থাকবো কেমন মনের সুখে॥

মোতিয়া— চুপ্‌ চুপ্‌ হুঁসিয়ার—
এখনো বাঘের খোপরে, জান বাঁচানো ভার,

হামজাদ— রেখে দে তোর বাঘ সিঙ্গি—
কার তোয়াক্কা আর—
আমি সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাস
ভুয়া পেয়ে মার—

মোতিয়া— চালাকী তোর রেখে দে—
আগে কাম বাজিয়ে নে—
ঘুচে যাবে আপদ বালাই
প্রাণের হাসি ফুটবে মুখে।

হামজাদ— তবে ঝট্‌পট্‌ আয় দিলপিয়ারী
এই খোলা বুকে॥

মোতিয়া। দূর্‌ মড়া— [প্রস্থান।

হামজাদ। ওরে দাঁড়া—দাঁড়া— [প্রস্থান।

[হাসিনার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ পরিহিতা গুলজার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল এবং পূর্ব্বপরিচিত কৌশলে দ্বাররুদ্ধ করিল পরে সোফার উপর বসিয়া কাতরস্বরে কহিল "মেহেরবান খোদা, মুখ রেখো!" সহসা বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া সে শয়ন করিয়া সংজ্ঞাহীনার ন্যায় পড়িয়া রহিল।]

হাজি, হায়দার, হাফেজ ও ইরফানসাহ দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিলেন

ইর্‌ফান। বাঁদী—

বাঁদীর প্রবেশ

ইর্‌ফান। তোর উপর কি আদেশ ছিল বাঁদী ?

বাঁদী। আদেশ ছিল নয়া বিবিকে আমিরী পোষাকে সাজিয়ে রাখতে—

ইর্‌ফান। সে হুকুম তামিল হয়নি কেন ?

বাঁদী। বাঁদী চেষ্টার কসুর করেনি জনাবালী, বিবি কিছুতেই পরলে না—তার উপর বিবির ঘন ঘন মূর্চ্ছা হতে লাগলো—

ইর্‌ফান। বটে ! এখনও দেখছি সংজ্ঞাহীনা ! কে আছিস্ ?

দুইজন খোজার প্রবেশ

একে পাশের কক্ষে নিয়ে যা—

[খোজাগণ গুলজারকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লইয়া গেল]

ইর্‌ফান। গুলজারকে আসতে বল—

বাঁদী। বিবি হাওয়া খেতে গেছেন—

ইর্‌ফান। সে কি? এমন অসময়ে?

হাজি। সেটা ঈর্ষায় জনাবালী! জনাব নতুন চিড়িয়া ধরে এনেছেন শুনে বিবির মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেছে।

ইর্‌ফান। হা—হা—হা—কে আছিস? বাঁদীলোক—আজ বড় আমোদের দিন—প্রাণভরে আমোদ কর—দেলখোস স্ফূর্ত্তি চালাও—বাঁদী, সিরাজী—[বাঁদী পানপাত্র দিল]

বাঁদীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত

আজি ভরা ভাদরে প্রেম সায়রে
তরঙ্গ উঠেছে নানা রঙ্গে।
মরাল মরালী দলে হিল্লোলে নেচে চলে
সোহাগ জানায় গ্রীবা ভঙ্গে॥
মন্দ হাওয়ার পরশ পেয়ে
ঘোম্‌টা খুলে দেখ্‌চে চেয়ে—
কইছে কলি গোপন কথা ভোমরা বঁধুর সঙ্গে॥

ইরফান। [সুরা পান করিয়া] সেই একঘেয়ে বকেয়া নাচ আর গান। যেতে বল এদের—নতুন চাই—নতুন চাই—

হাজি। তোমরা যেতে পার—তোমাদের গান জনাবের ভাল লাগছেনা—[বাঁদীগণের প্রস্থান] কে আছিস্ ইরাণী বুলবুল—

ইরাণী নর্ত্তকীর প্রবেশ ও নৃত্য-গীত

গুজারি কেত্তা জমানা।
তেরে লিয়ে পিয়ারা তেরে লিয়ে—
মুস্কিল দিল বহলানা॥
নিগাহমে দিল চুরায়া—
ঢুঁরি ম্যয় কাঁহা পিয়া—
জিগর মে আগ জ্বালায়া
বানায়া মুঝে দিউয়ানা॥
নিরালী রোতে রহি
উলফতে দরদ সহি
ফুকারি পিয়া পিয়া—
পিয়াকা কাঁহা ঠিকানা॥

হাজি। তোফা—তোফা—আবার গাও বিবিজান আবার গাও—

[ইর্‌ফান শাহ টলিতে টলিতে পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন]

[মুখের আধখানা বস্ত্রাবৃত করিয়া গুলজার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং বাহিরের মজলিস দেখিয়া যেন সভয়ে সম্মুখের দরজা দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ইর্‌ফান উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বাহিরের মজলিসেও একটা হাসির হর্‌রা উঠিল। হাসির বেগ প্রশমিত হইলে ইরাণী নর্ত্তকী পুনরায় গান ধরিল]

গীত

আদত ভুহারা পিয়ারা জিগর জ্বালানা।
দিল চুরানা—উলফতে রোলানা॥
নিগাহমে কাটারি মারি ভাগি গিয়া
ঘড়ি ঘড়ি দিল ধড়কে আপসান বানায়া,
খামুশ না হোনে পাঁউ—
কেয়া করুঁ কিথে যাউঁ
বেইমান কি এ্যায়সা হ্যায় বুরা বাহানা॥

[গীত শেষ হইলে উন্মত্তের ন্যায় নব্বূ আসিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুইজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিতে গেল]

নব্বূ। খবরদার সয়তানের দল—

হাজি। এ আবার কে?

হায়দা। এ কুকুরটা আবার কোথেকে এল?

নব্বূ। কুকুর! কুকুর আমি না তোরা? পর-পদলেহী চাটুকার!

কুকুর বললে তোদের মান বাড়ানো হয়—তোরা কুকুরেরও অধম। বল সয়তানের দল, আমার কন্যা কোথায় ?

হাজি। স্পর্দ্ধিত ভিক্ষুককে এখান থেকে দূর করে দাও—

নব্বু। আমার কন্যা কোথায় ? বল—বল—নইলে—

হাজি। প্রহরী—

[প্রহরীদ্বয় নব্বুকে ধরিতে গেল কিন্তু নব্বু ছোরা উদ্যত করিয়া কহিল]

নব্বু। খবরদার—

[প্রহরীদ্বয় পিছাইয়া গেল]

হাজি। ভীরু নফর—

[ইয়ারগণ প্রহরীদ্বয়কে উত্তেজিত করিতে নব্বুর সম্মুখীন হইলে নব্বু তাহাদের গায়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল—তখন সকলে মিলিয়া নব্বুকে আক্রমণ করিয়া ভূপাতিত করিল এবং কেহ কেহ পদাঘাত করিল। নব্বু একটুও আর্ত্তনাদ করিল না কেবল মাত্র কাতর কণ্ঠে কহিল "হাসিনা—হাসিনা—মা আমার"—]

হাজি। স্পর্দ্ধা এই নীচ ভিক্ষুকের !

হায়দা। কুকুরটাকে রাস্তায় টেনে ফেলে দে—

[প্রহরীগণ তাহাই করিতে গেল নব্বু পূর্ব্বের মত কহিল "হাসিনা"— মুখের অর্দ্ধেক অংশ বস্ত্রাচ্ছাদিত গুলজারের কণ্ঠদেশ ধরিয়া সম্মুখের দ্বার দিয়া ইমৃকান সাহ বাহিরে আসিল এবং পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল]

ইর্‌ফান। এই নে তোর কন্যা—

[গুলজার ভূপতিত হইয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিল "বাবা"—সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। নব্ব, নিজের সমস্ত বেদনা সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া সস্নেহে গুলজারকে বুকে তুলিয়া লইয়া কহিল]

নব্ব্। হাসিনা—হাসিনা—হতভাগিনী কন্যা আমার—

[সকলে আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল]

হাসছিস্ সয়তানের দল ? হাস—হাস—হাসির উচ্ছাসে জীবনের শেষ আনন্দ উপভোগ ক'রে নে—এমন দিন আর হবে না। কিন্তু স্মরণ রাখিস্ এর প্রতিফল একদিন পাবি—

[গুলজারকে লইয়া প্রস্থান।

[সকলে আর একবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

হামজাদ, মোতিয়া ও হাসিনার প্রবেশ

হাসিনা। হামজাদ, এ অলঙ্কারের ভার আমি আর বইতে পাচ্ছি না, খুলে ফেলি, যার জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

হামজাদ। এখনও আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই।

হাসিনা। সহর ছেড়ে একদিনের পথ চলে এসেছি—কিন্তু কি আশ্চর্য্য একটা সরাই বা একটা মোসাফেরখানা দেখতে পাওয়া গেল না যেখানে একটু বিশ্রাম করা যেতে পারে।

হামজাদ। আমরা ত সোজা পথ দিয়ে আসিনি বিবি, সে পথে একটা কেন দু-পাঁচটা সরাই পেতুম প্রয়োজন মত বিশ্রাম কর্ত্তে, কিন্তু সে পথে ধরা পড়বার ভয় খুব বেশী। তা—তুমি কি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ বিবি ?

হাসিনা। ক্লান্ত ? না হামজাদ, আমি নিজের জন্য বলিনি, ভিখারীর মেয়ে আমি, আমার আবার ক্লান্তি !

হামজাদ। [মোতিয়ার প্রতি জনান্তিকে] ক্লান্তির অপরাধ কি—অভাগিনী আজ দুদিন অনাহারে, তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করেনি। মোতিয়া তুই ওকে নিয়ে ঐ গাছতলায় একটু বস—সঙ্গে কিছুই নেই আমি দেখি যদি কোথাও কিছু পাই—

মোতিয়া। দেরী করিস নি যেন, শীগ্গীর ফিরে আসবি—

হামজাদ। তা আর বলতে—

[প্রস্থান।

[মোতিয়া ও হাসিনা অদূরবর্ত্তী বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিল]

হাসিনা। দেখচো মোতিয়া, নসীবের কি ক্রূর নির্য্যাতন! ছার রূপ হতেই আজ আমার এই সর্ব্বনাশ! দুনিয়ায় একমাত্র স্নেহের আশ্রয়—একমাত্র অবলম্বন স্নেহময় পিতাকে হারালুম ছার রূপের

জন্য! আশ্রয় থাকতে আশ্রয়হীন হয়ে সীমাশূন্য বিশাল দুনিয়ার কোন্ অজানিত গুপ্ত আবাসে আপনাকে লুকাতে চলেছি, সেও এই রূপের জন্য! মোতিয়া—মোতিয়া, একটা উপকার কর্ব্বি বোন—

মোতিয়া। তোমার উপকার কর্ব্বো না বোন, তোমার ঋণ কি শোধবার? তোমার জন্যই আজ এই বিশাল দুনিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে আমরা স্বাধীনতার স্বস্তি নিশ্বাস ফেলছি। তোমার উপকার কর্ব্বো না? বল বোন কি কর্ত্তে হবে? জেনে রেখো বোন, মোতিয়া হামজাদ তোমারই—প্রয়োজন হলে তারা তোমার জন্য প্রাণ দেবে।

হাসিনা। তাহলে মেহেরবাণী ক'রে আমায় মৃত্যুর উপায় বলে দে—মৃত্যু ভিন্ন এ যন্ত্রণার হাত এড়াবার আর অন্য পথ নেই।

মোতিয়া। ছি—অমন কথা মুখে আনতে নেই। যেমন অন্ধকারের পর আলো—তেম্নি এ দুঃখের শেষ আছেই—এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

জনৈক লোকের প্রবেশ

লোক। তোমরাই বুঝি তোমাদের পুরুষ সঙ্গিটীর জন্তে এখানে অপেক্ষা কচ্ছো?

মোতিয়া। কে তুমি? এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছো কেন?

লোক। বেচারী ভারি বিপদে পড়েছে কিনা—বেচারীর কান্না দেখে ভাবলুম হয়ত নিকটেই তার কোন আত্মীয় আছে, তাই সংবাদটা

দেবার জন্য ছুটে এসেছি—তা তোমাদের যদি তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকে—

মোতিয়া। কি হয়েছে তার ?

লোক। আশ্চর্য্য ব্যাপার! বেচারী সোজা পথ দিয়ে চলেছে, হঠাৎ কোথা থেকে জন কতক সেপাই ঘোড়ায় চড়ে এলো, কোন কথা বলতে দিলে না তাকে—একেবারে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে ফেল্লে—বেচারী কত চীৎকার—কত কান্না-কাটি কর্ত্তে লাগলো—চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী! তারা তাকে নিয়ে সোজা সরাই মুখো ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

মোতিয়া। এঁ্যা বল কি!

হাসিনা। নিশ্চয়ই এরা সয়তান ইরফান সাহের লোক! কি হবে মোতিয়া ?

হাসিনা। তুমি আমাদের সেই সরায়ে নিয়ে যেতে পারো ? মোতিয়া, সয়তানের হাতে আত্মসমর্পণ ভিন্ন হামজাদের মুক্তির আর কোন উপায় নেই—আমি তাই কর্ব্বো। মর্য্যাদা—মর্য্যাদা—ভিখারীর মেয়ের আবার মর্য্যাদা! উপকারী বন্ধুর জন্য—মোতিয়া—মোতিয়া আমি তাই কর্ব্বো—আমি ধরা দোব—চল—চল তুমি দয়া করে আমাদের সরায়ে নিয়ে চল—

লোক। তাই তো বড় জরুরী কাজে যাচ্ছিলাম, অথচ তোমাদের দুঃখ দেখলে পাষাণ গলে যায়! চল—কাজটা না হয় পরেই হবে—

হাসিনা। চল, আর দেরী ক'র না—

সকলের গমনোদ্যোগ, দাস ব্যবসায়ীর প্রবেশ

দাস ব্যবসায়ী। কি হে, তোমার জন্য আর কতক্ষণ অপেক্ষা কর্ব্বো ?

লোক। আর অপেক্ষা কর্ত্তে হবে না হুজুর [জনান্তিকে হাসিনার প্রতি] দেখ, ইনি আমার মনিব, এঁরই একটা জরুরী কাজে যাচ্ছিলুম —যখন উনি এতদূর এসেছেন তখন কাজে গাফলতি করা চলবে না —উনিও সরাইয়ে যাচ্ছেন, কাজটা সেরে আমিও সেখানে গিয়ে ওঁর সঙ্গে মিলিত হব। আমি ওঁকে বিশেষ ক'রে বলে দিচ্ছি—উনি তোমাদের পরম যত্নে ওখানে নিয়ে যাবেন। কোন চিন্তা নেই তোমাদের—বিশেষ যখন উনি আমার মনিব—[দাস ব্যবসায়ীর প্রতি জনান্তিকে] অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছি হুজুর, কিছু বেশী দিতেই হবে—

দাস ব্যবসায়ী। [জনান্তিকে লোকের প্রতি] এই নাও—কাগজপত্র পেলে বাকি—

লোক। [জনান্তিকে দাস ব্যবসায়ীর প্রতি] তাতে আর হয়েছে কি হুজুর, বান্দার কাছে আমার হাতবাক্স, তাতেই কাগজপত্র আছে—হুজুর এদের নিয়ে সরায়ে গিয়ে অপেক্ষা করুন আমি বান্দাকে নিয়ে এলুম বলে—যাও তোমরা হুজুরের সঙ্গে সরায়ে যাও—আমি কাজটা সেরেই আসছি—

দাস ব্যবসায়ী। দেরী কর না যেন—এসো তোমরা—

লোক। আজ্ঞে এলুম বলে—যাও তোমরা—হুজুর আমাদের মহৎ ব্যক্তি, তোমাদের কোন চিন্তা নেই—

[একদিক দিয়া দাস ব্যবসায়ীর সঙ্গে মোতিয়া ও হাসিনা অপর দিক দিয়া লোকের প্রস্থান।

মেট বান্দার সঙ্গে ক্রীতদাসীগণের প্রবেশ

মেট বান্দা। অমন মুখ গোমড়া ক'রে চলেছিস কেন ভাই—হাসিখুসি কর—নাচ কর—গান কর—

১ম ক্রীতদাসী। মনিবের চাবুক খেতেই জন্মেছি—চাবুক খেয়েই মর্ত্তে হবে—ব্যথাভরা প্রাণে সরস হাসি গানের মন মাতানো সুর উঠবে কোথা থেকে ভাই! সেখানে বাজচে শুধু কান্নার করুণ সুর—একটানা—বিরামহীন! তাই শুনবি? তবে শোন—

ক্রীতদাসীগণের গীত

মোদের মলিন মুখে ধার করা হাসি
ব্যথা ভরা মোদের প্রাণ
বাজে সেথা শুধু করুণ রাগিণী
নীরব ভাষায় গান॥
বেদনা গলিয়া ঝরিছে নিয়ত নয়নে তপ্ত ধারা,
শুখায়ে গিয়াছে সব সাধ আশা হৃদয় মরুর পারা,
দেহ মন প্রাণ নহে আপনার
নাহিক বালাই নেওয়া দেওয়া তার
যেন রিক্ত দাতার দান॥

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান।

খাদ্য ও পানীয় লইয়া হামজাদের প্রবেশ

হামজাদ। মোতিয়া—মোতিয়া—একি! কোথায় গেল তারা? মোতিয়া—মোতিয়া! অজানা পথে দুটী অসহায় স্ত্রীলোক—অলঙ্কারের লোভে কোন দস্যু কি তবে—উঃ! ভাবতেও যে হৃদয় আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ছে! মোতিয়া—মোতিয়া—উঃ কি কর্ল্ম—কি কর্ল্ম—কেন আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল? মোতিয়া—মোতিয়া—

[বেগে প্রস্থান।

গুলজারকে বক্ষে লইয়া নব্বুর প্রবেশ

নব্বু। এই বার্দ্ধক্যজীর্ণ দেহে হাওয়ার মত ছুটে এসেছি এক নিশ্বাসে একদিনের পথ! আর ভয় নেই—এইখানে একটু বস মা—খানিক জিরিয়ে নি—তারপর যাবো—দূরে—আরও দূরে—আরও দূরে—জাহান্নমে হয় সেও ভাল—

[গুলজারকে বসাইয়া নিজে পার্শ্বে বসিল]

হাসিনা—মা আমার—একি এখনও মুখে কাপড় বাঁধা তোর? খুলে ফেল—খুলে ফেল, আর ভয় নেই—

[গুলজারের মুখের কাপড় খুলিয়া অবাক-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

গুল। বাবা—

নব্বু। কে তুই শয়তানী? আমার হাসিনা কোথায়? বল—বল—শীঘ্র বল—নইলে—

গুল। স্থির হও বাবা, তোমার হাসিনা নিরাপদ—

নব্ব। মিথ্যা কথা—শয়তানী—শয়তানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় প্রতারিত করেছিস্—তোকে—[উদ্যত ছুরিকা লইয়া আক্রমণ করিল, আবার সহসা কি ভাবিয়া নিবৃত্ত হইল এবং গভীর হতাশায় "হাসিনা—মা আমার" বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতে আছড়াইয়া পড়িল এবং কিয়ৎক্ষণ অভিভূতের ন্যায় পড়িয়া রহিল]

গুল। কি করি ? কেমন ক'রে এই শোকার্ত্ত বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিই ? কেমন ক'রে তার মন থেকে এই অবিশ্বাসের অন্ধকার দূর করি ?

নব্ব। হাসিনা—মা আমার—

গুল। বাবা—

নব্ব। সরে যা—সরে যা শয়তানী—ওঃ হাসিনা—হাসিনা—তুই—তুই শয়তানী সব জানিস—শয়তানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্—বল—বল—দয়া কর, ওরে—ওরে—বুড়ো ভিখারীকে একটু দয়া করে বলে দে আমার হাসিনা কোথায় ?

গুল। আমার কথায় বিশ্বাস করুন বাবা—শয়তানদের কবল থেকে তার পবিত্রতা রক্ষা কর্ত্তে আমি তাকে সরিয়ে দিয়েছি। শয়তানকে প্রতারিত করে—তার নিষ্ঠুর পদাঘাত বুকে নিয়ে আপনার স্নেহের কোলে আশ্রয় নিয়েছি। আমার বিশ্বাস, আমার বিশ্বাসী ভৃত্য হামজাদ তাকে কোন নিরাপদ স্থানেই রেখেছে। চলুন বাবা, পিতা-পুত্রী মিলে আমার স্নেহের ভগ্নির অনুসন্ধান করি—

নব্ব। তুই কি বলছিস্ ? এ স্বপ্ন না সত্য ? এ যদি সত্য হয়, এমন

কঠোর সত্য যে ধারণার অতীত! একজনের পবিত্রতা রক্ষা কর্ত্তে নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েছিস্? এও কি সম্ভব? এও কি সম্ভব? দুনিয়ার সব কি উল্টে গেছে? বল দেখি—বল দেখি—এ দুপুরের কাঠ-ফাটা রোদ না নিশিথের স্নিগ্ধ চাঁদের আলো? আমি যে—আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না—কিছুই ধারণা কর্ত্তে পাচ্ছি না! বুঝতে পাচ্ছি না আমি—আমি জেগে আছি কি ঘুমিয়ে আছি! বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি!

গুল। অমন কচ্ছেন কেন বাবা?

নব্ব্। কৈ, কিছু ত করিনি—কিন্তু তুই জানিস কি তুই কি করেছিস্?

গুল। এমন কি বড় কাজ করেছি বাবা, একটু লাঞ্ছনা, একটু অপমান, একটু নির্য্যাতন সহ্য ক'রে যাকে বোন বলেছি, তার ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি মেহেরবান খোদার মর্জ্জিতে; আমি কি করেছি বাবা? হীন বারাঙ্গনা আমি, আমার আবার লজ্জাই বা কি—অপমানই বা কি আর লাঞ্ছনাই বা কি!

নব্ব্। হা—হা—হা!

গুল। বাবা—বাবা—

নব্ব্। ভয় পাসনি—বুড়োর জীবনে এতখানি সুখ কখনও হয়নি—তাই এ উল্লাসের হাসি। বুকের একটা দারুণ গুরুভার নামিয়ে দিয়ে মাথায় কৃতজ্ঞতার বিরাট বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিস্। এখন হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল মা—[কিয়ৎদুর অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া সহসা দাঁড়াইল এবং আপন মনে বলিল] এও কি

সম্ভব? একজন কুলত্যাগিনী গণিকা—ছলনা, প্রবঞ্চনাই যার বৃত্তি—তার হৃদয় এত উচ্চ! সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে! হ্যাঁ—তোর নাম?

গুল। আলেপ্যোর শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী গুলজারের নাম শুনেছেন বাবা? আমি সেই গুলজার!

নবা। ঐ শয়তানের পাপ-সঙ্গিনী গুলজার! চমৎকার অভিনয়—চমৎকার অভিনয়!!

[উন্মাদের ন্যায় প্রস্থান।

[গুলজার অবাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সরাইয়ের গোল কামরা

[ইরফান, হাজি ও হায়দার বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল]

ইরফান। এমন প্রতারিত জীবনে কখনও হইনি হায়দার। সয়তানী গুলজার আর সয়তান হামজাদ যে এতটা বেইমান হবে তা কখনও ভাবতে পারিনি।

হায়দার। একবার পেলে হয় তাদের ভাল ক'রে শিক্ষা দিই—

ইরফান। সে ভাবনা পরে, আগে তার সন্ধান কর্ত্তে হবে—সে আমায় বড় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কি সংবাদ হাফেজ—

হাফেজের প্রবেশ

হাফেজ। পাত্তা পাওয়া গেছে জনাব।

ইরফান। কোথায়?

হাফেজ। হাতের কাছেই ছিল জনাব, এখন হাতছাড়া হয়ে গেছে—

ইরফান। হেঁয়ালী রাখ, স্পষ্ট বল—কোথায়?

হাফেজ। গতরাত্রে এই সরায়েই ছিল তারা, প্রত্যুষেই এখান থেকে রওনা হয়েছে।

ইর্‌ফান। কোথায় ?

হাফেজ। সে সংবাদটা এখনও জানতে পারিনি জনাব—

ইর্‌ফান। ইস্‌ সব মাটী হয়ে গেছে! এমন হাতের কাছে পেয়েও ফস্‌কে গেল! অকর্ম্মণ্য তোমরা—তোমাদের কোন যোগ্যতা নেই।

হাজি। হয়ত সরাইয়ের মালিক সে সংবাদ রাখতে পারে জনাবালি—এই যে মেঘ না চাইতেই জল—এই যে মিঞা—

সরাইওয়ালার প্রবেশ

সরাইওয়ালা। আপনাদেরই তাঁবেদার—

হাজি। মিঞা বড় আচ্ছা আদমী—

সরাইওয়ালা। আপনাদেরই গোলাম—

হাজি। মিঞার সঙ্গে একটা ভারি জরুরী কথা ছিল—

সরাইওয়ালা। ফর্‌মাইয়ে—গোলাম হাজির—

হাজি। মিঞার মত দেলখোস্‌ লোক যে সরাইয়ের মালিক সে সরাই কিনা এমন নিঝুম!

সরাইওয়ালা। হুকুম কর্লেই হচ্ছে—দু'দশটা বলুন আর দু'পাঁচশোই বলুন দেলখোস্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ একসঙ্গে বেজে উঠবে এখন—

হাজি। বটে—বটে—বটে!

সরাইওয়ালা। বান্দা ঝুট্‌ বলে না হুজুর—ওরে কে আছিস্‌—ঝুমঝুম্‌ওয়ালী—

[কতিপয় ইরাণী নর্ত্তকী প্রবেশ করিল ও অভিবাদন করিয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল]

সরাইওয়ালা। নয়া ঢংয়ের নাচগানে হুজুরদের দেলখোস্ কর—

[নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত]

দিল পিয়ারা পিও পিয়ালা।
দেখো রঙ্গিন রোশ্‌নী ভরা দুনিয়া রঙ্গিলা॥
রঙ্গিন সূরজ জ্বলে রঙ্গিন আশমানপর—
নাচে রঙ্গিন দরিয়া বুকে রঙ্গিন লহর,
রঙ্গি॰ চিড়িয়া বোলে, রাঙ্গা ফুল দুলে দুলে
পিয়ারে পেয়ার করে রহি নিরালা॥

হাজি। তোফা—তোফা—তোমরা এখন যেতে পার—মিঞা সাহেবের সৌজন্যে বড়ই বাধিত হলুম।

সরাইওয়ালা। এ আর বেশী কি, এ আপনাদেরই ঘর—গোলাম তাঁবেদার বৈত নয়।

হাজি। যাক্, মিঞা সাহেবকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম—মিঞা সাহেব যদি মেহেরবাণী ক'রে—

সরাইওয়ালা। একি কথা—একি কথা! গোলামকে গুণাগার কর্চ্ছেন কেন?

হাজি। একটা গোপনীয় কথা—

সরাইওয়ালা। ফরমাইয়ে—

[হাজি সরাইওয়ালার কানে কানে তাহাদের গোপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল]

সরাইওয়ালা। [স্বগত] এদের মতলবখানা কি? আজ সকাল থেকে সরায়ে যে মোসাফের আসছে সেই ঐ দুজন বাঁদীর খবর জিজ্ঞাসা কর্চ্ছে! তাজ্জব! যাই হোক, একটা মোটা রকম দাঁও লাগাতে হচ্ছে!

হাজি। কি ভাবচো মিঞা—পাত্তা দিতে পার্ব্বে?

সরাইওয়ালা। আলবৎ পার্ব্বো—তবে গোলামের বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন—

হাজি। সেজন্য চিন্তা নেই—হুজুরের মেজাজ আসমানের চেয়েও উঁচু—মনে কর্লে তোমার নসীব ফিরিয়ে দিতে পারেন।

সরাইওয়ালা। তা পারেন বৈকি! তা হ'লে পাশের ঘরে আপনারা একটু বিশ্রাম করুন—আমি এখনই পাত্তা এনে দিচ্ছি—

[সকলকে পাশের ঘরে লইয়া গেল]

পরিব্রাজকবেশী সুলতানের প্রবেশ

সুলতান। রাজ্যের এতগুলো সহর, নগর, পল্লী পরিভ্রমণ কর্লুম—মেহমান হয়ে এত লোকের সঙ্গে মিশলুম—আলাপ আপ্যায়নের তৃপ্তি অতৃপ্তির ভিতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ কর্লুম, রাজধানীর বিলাস স্বচ্ছন্দতার মাঝে থেকে তার এতটুকুও ধারণা করা যায় না। এখনও ভুলতে পারিনি সেই একদিনের কথা! ক্ষুদ্র পল্লীর

প্রান্তে দরিদ্রতার আবেষ্টনের মধ্যে সেই সরলতামাখা মধুর আপ্যায়ন! ভুলতে পারলুম না সেই লাবণ্যময়ীকে—কিছুতেই ভুলতে পারলুম না। দেখছি ত এটা সরাই—কিন্তু—কে আছ?

সরাইওয়ালার প্রবেশ

সরাইওয়ালা। হুকুম করুন জনাবালি, তাঁবেদার হাজির—

সুলতান। আমায় একটু বিশ্রামের স্থান দেখিয়ে দাও—

সরাইওয়ালা। কিছু খানাপীনা, একটু সরাব, ইরাণী বুলবুলের ছুটো মিঠা গান—

সুলতান। কোন প্রয়োজন নেই—শুধু একটু বিশ্রামের স্থান—

সরাইওয়ালা। [স্বগত] বেটা দানাদার দেখছি—বিদেয় কর্ত্তে হ'ল—শুধু শুধু ভূতের ব্যাগার খেটে লাভ কি?

সুলতান। কি ভাবচো?

সরাইওয়ালা। ভাবচি জনাবের উপযুক্ত বিশ্রামের স্থান আমার এ গরীবখানায় সুবিধা হবে কিনা—

সুলতান। শুধু একটা নিভৃত কক্ষ—সাজসজ্জা আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নেই।

সরাইওয়ালা। আজ্ঞে সেইটাই ত আরও মুস্কিল!

সুলতান। এই নাও মুস্কিল আসানের চেষ্টা কর—

[আসরফি প্রদান]

সরাইওয়ালা। আজ্ঞে তাহলে ত কর্ত্তেই হবে। আসুন আমার সঙ্গে— [উভয়ের প্রস্থান।

হামজাদের প্রবেশ

হামজাদ। দাসবাজারে একটা বাঁদীকে দেখবার জন্য সহরশুদ্ধ সোরগোল পড়ে গেছে! দেখতেই হবে কে এই বাঁদী—যদি তাই হয়। খোদা—খোদা! সত্যই যেন তাই হয়—

সরাইওয়ালার প্রবেশ

সরাইওয়ালা। কে তুমি? কি চাও?

হামজাদ। আজ্ঞে আমি রহিম, দর্গা খুঁজে বেড়াচ্ছি ধর্ণা দোব বলে—আমার বড় আদরের বক্‌রিটা হারিয়ে গেছে, এই তারই জন্যে ধর্ণা দোব মিঞা—তারই জন্যে ধর্ণা দোব। মিঞার দাড়ীটা দেখে আমার তারই কথা মনে পড়চে আর কল্‌জের ভেতরটা হাঁচড় পাঁচড় কর্চ্ছে। কি বলবো মিঞা তুমি কথা কইচো আর তোমার দাড়ীটা যেমন নড়্‌ছে, সে যখন ফুলপাতা খেতো তখন তার দাড়ীটা ঠিক এম্নি নড়তো—মিঞা ঠিক এম্নি নড়তো! আহা—হা!

সরাইওয়ালা। আঃ কর কি! ভাল আপদ! যাও—যাও এটা দর্গা নয় সরাই—

হামজাদ। এঁ্যা বল কি মিঞা সরাই! তবে এইখানেই একটু গড়াই—[শয়ন করিল]

সরাইওয়ালা। আঃ মলো! মুদ্দোরের মত পড়লো দেখ! বলি ওহে শুনচো—বলি ওহে—কি নামটা ছাই ভুলে গেলুম—বলি ওহে ও বখ্‌রী হারানো মিঞা—

ইর্‌ফানের প্রবেশ

ইর্‌ফান। কিসের ঝামেলা হে! কিহে মিঞা, ব্যাপার কি? তুমি সেই থেকে এইখানেই ঝামেলা কচ্ছো—পাত্তা মেবে কখন? এ কে? হামজাদ নয়? পাজী—উল্লু—গাধা—গিদ্ধোড়—বেইমান, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন—আমার সঙ্গে বেইমানী?

হামজাদ। বলুন—যা খুসি বলুন হুজুর, শুধু মুখের কথা কেন, যা কতক চাবুক হাঁকুরান—একটা কথাও কইবোনা—এত করেও যখন কিছু কর্ত্তে পার্লুমনা তখন বুঝছি—সবই আমার নসীব।

ইর্‌ফান। বেইমান এখনও মিথ্যার আবরণে আপনাকে সাধু সপ্রমাণ কর্ত্তে চাস্? গুলজার আর মোতিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তুই তাকে সরিয়ে দিস্‌নি?

হামজাদ। বলুন—এ বদনামটুকু বাকী ছিল, এটুকুও হ'ল—আর যদি কিছু থাকে বলুন, কসুর থাকে কেন? সেই রাত থেকে আজ পর্য্যন্ত আমি যে তাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি—অনেক কষ্টে একটা পাত্তা লাগিয়েছি বটে, কিন্তু যতক্ষণ না তাদের পাকড়াও ক'রে হুজুরে হাজির কচ্ছি—ততক্ষণ ত আমার পরিশ্রমের কোন

মূল্য নেই—শুধু বদনামের ভাগী! আমি বেইমান—আমি গাধা আমি গিদ্ধোড়—আমি সব—বলে যান হুজুর, ব'লে যান—

ইর্‌ফান। কিছু মনে করিসনে হামজাদ, সয়তানী গুলজারের আচরণে আমি মর্ম্মে আঘাত পেয়েছি; আমি বুঝতে পাচ্ছিনা কে দোস্ত আর কে দুষমন! যাক্ ওকথা, হ্যাঁরে হামজাদ, সত্যিই কি তাদের পাত্তা পেয়েছিস্?

হামজাদ। বলে যান হুজুর—যা খুসি বলে যান—আমি পাত্তা পেলেও পেয়েছি, না পেলেও না পেয়েছি—দরকার কি আমার অত হাঙ্গামায়—লাঞ্ছনা অপমান আমার নসীবের লেখা তাই হোক—

ইর্‌ফান। না—না আর কিছু হবেনা তোর—তুই শুধু তাদের পাত্তা বলে দে তার পর আমি দেখে নিচ্ছি—

হামজাদ। দরকার কি আমার ওসব ঝামেলায়—বলুন যা খুসি আপনার!

ইর্‌ফান। হামজাদ, এই নে তোর পুরস্কার—[মুক্তাহার প্রদান] পাত্তা এনে দিলে তোকে আরও খুসি কর্ব্বো—

হামজাদ। হুজুরের মেহেরবাণী! তা হলে ঘড়িখানেক চুপ করে বসে থাকুন হুজুর—পাত্তা যা পেয়েছি আমি ততক্ষণ সেটা পরখ ক'রে নি—

[ইর্‌ফান গমনোদ্যত]

সরাইওয়ালা। জনাব, তাহলে আমার বকসিস্‌টা?

ইর্‌ফান। তুমিও পাত্তা নিয়ে এসো, যে আগে আনবে বকসিস্ তার— [প্রস্থান।

সরাইওয়ালা। বহুত আচ্ছা জনাব, [স্বগত] আর দেরী করা নয় আগে পাত্তা লাগাতেই হবে। [প্রস্থান।

সুলতানের প্রবেশ

সুলতান। আমি আশ্চর্য্য হলুম লোকটার ব্যবহার দেখে—এত তিরস্কার—আবার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার! বুঝলুম লোকটা একটা প্রবল স্বার্থের পেছনে ছুটেছে। ব্যাপারটা কি বলতে পার?

হামজাদ। বলে লাভ কি জনাব?

সুলতান। লোকসানইবা কি—তবে বললে হয়ত লাভের আশা থাকতে পারে।

হামজাদ। [স্বগত] মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও জলমগ্ন ব্যক্তি একটা কুটোকেও যখন আশ্রয় করে থাকে তখন একে বলতেই বা দোষ কি? [প্রকাশ্যে] আশা আছে জনাব?

সুলতান। ব্যাপার না শুনে প্রতিশ্রুতি দোব কেমন ক'রে?

হামজাদ। তা হলে আসুন একটু নিরিবিলি জায়গা দেখেনি—

[উভয়ের প্রস্থান।

ইয়ুফানের প্রবেশ

ইয়ুফান। এক একটা মুহূর্ত্ত যেন এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে! হামজাদকে বিশ্বাস ক'রে ভাল কর্লুম কি মন্দ কর্লুম কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। কখনও ত সে নেমকহারামি করেনি—আজ সে

বেইমানী কর্ব্বে ? দুনিয়ার মানুষ চেনা যায় না। আমার কাজে না হোক সে নিশ্চয়ই মোতিয়ার সন্ধানে ফিরচে—কারণ সে তাকে ভালবাসে। না—অবিশ্বাস কর্ব্বার কোন কারণ দেখছিনা।

সরাইওয়ালার প্রবেশ

সরাইওয়ালা। [হাঁপাইতে হাঁপাইতে] জনাব, পাত্তা পেয়েছি।

ইর্‌ফান। কোথায় ?

সরাইওয়ালা। দাস বাজারে। সে দাস ব্যবসায়ী সরাই থেকে সরাসর তাদের দাসবাজারে নিয়ে গেছে বিক্রি কর্‌তে—মোটা দাঁও লাগাবে—জনাব, মোটা দাঁও লাগাবে—

ইর্‌ফান। দাসবাজার এখান থেকে কত দুর ?

সরাইওয়ালা। দুর কোথায় জনাব, বড় জোর রসি তিনচার—এই দেখুন না আমি এক দৌড়ে গিয়ে পাত্তা নিয়ে এসেছি।

ইর্‌ফান। তুমি বললে তারা প্রত্যুষে গেছে অথচ এখনও তাদের ক্রেতা জোটেনি ?

সরাইওয়ালা। খদ্দেরের গাঁদি লেগে গেছে হুজুর—পাকা ব্যবসাদার সে কেবল দাঁও কস্‌চে !

ইর্‌ফান। বটে ! [প্রস্থানোদ্যোগ।

সরাইওয়ালা। জনাব, আমার বকসিস্ ?

ইর্‌ফান। আগে কাজ উদ্ধার ক'রে ফিরে আসি তার পর—

[প্রস্থান।

সরাইওয়ালা। বেটা ধাপ্পা দিলেনা ত? তা যদি হয়, শোধ নোব আমি ওর সঙ্গীদের উপর দিয়ে। আমি সরাই খুলে আজ বিশ বছর লোক ঠকিয়ে খাচ্ছি—আমায় ঠকানোর মজাটা দেখাবো—

[প্রস্থান।

সুলতান ও হামজাদের প্রবেশ

সুলতান। এই পাঞ্জা নাও—নগরের উত্তর প্রান্তে সুলতানের ছাউনী, সেখানে এই পাঞ্জা দেখাবে—তার পর যা কর্ত্তে হয় স্বয়ং সুলতান কর্ব্বেন। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দাস বাজার

[দাস বিক্রেতাগণের আসন ও তাহাদের সন্নিকটে বান্দা ও বাঁদীগণের বসিবার স্থান। বিক্রেতাগণ স্ব স্ব বান্দা বাঁদী লইয়া যথাস্থানে বসিয়াছিল ক্রেতাগণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া দেখিতেছিল। একজন দাসব্যবসায়ীর পার্শ্বে হাসিনা ও মোতিয়া নতমুখে বসিয়াছিল। একদিকে বাঁদীগণ গাহিতেছিল।

গীত

রূপের হাটে আমরা রূপের ফাঁসি।
এসনা ও বিদেশী যদি কেউ প্রেমের পিয়াসী ॥
এই নধর অধরে হাসি—
লহরে লহরে কত সুধা ঝরে কত সঞ্চিত সুধারাশি।
এই সৃষ্টি ভোলানো দৃষ্টি জানায়—
নীরব ভাষায় "ভালবাসি" ॥
এই নবনীত চারু অঙ্গে—
লীলায়িত যৌবন প্রেম তরঙ্গে,
প্রেমের সঙ্গিনী নাও না সঙ্গে
প্রেমিক প্রেম অভিলাষী ॥

দাসব্যবসায়ী। [হাসিনার প্রতি] দেখ দেখি কেমন রঙ্গিলা চঙ্গিলা ওরা রংএ ঢংএ নাচে গানে বাজার সরগরম ক'রে তুলেচে—যত খদ্দের ঐ দিকে ঝুঁকছে—আর তোরা বসে আছিস্ মুখ গোমড়া ক'রে! অমন সিমূলের রূপ কে চায়? একরাশ টাকা দিয়ে কিনেছি টাকা উসুল না হলে তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন।

মোতিয়া। কে তোমায় কিন্‌তে বলেছিল? কে তোমায় বেচতে গিয়েছিল? জোর করে ভদ্রঘরের মেয়েকে ধরে এনেছ বাঁদী বলে হাটে বেচতে! এতটুকু আক্কেল নেই তোমার—এতটুকু ধর্ম্মভয় নেই তোমার? মনে করেছ বুঝি রাজ্য অরাজক হয়েছে? তোমার এ অন্যায় অত্যাচারের শাস্তি দিতে কেউ নেই?

দাসব্যবসায়ী। বড় লম্বা লম্বা কথা কইছিস যে? একরাশ টাকা অগ্নি জলে ফেলে দোব—নয়? সয়তানি—[বেত্রাঘাত]

মোতিয়া। ওঃ খোদা! তুমি কি নেই!

হাসিনা। চুপ কর মোতিয়া, মিছে কেন নির্য্যাতন ভোগ কর্ব্বি, এরা সয়তান এদের প্রাণে দয়ামায়া নেই। এ বিপদে শুধু খোদাকে ডাক—রাখতে হয় তিনিই রাখবেন, মারতে হয় তিনিই মারবেন।

দাসব্যবসায়ী। আবার কান্না হচ্ছে? কান্না? [বেত্রাঘাত] চুপ কর বলছি—

নৃত্য করিতে করিতে গুলজারের প্রবেশ

[গুলজারের অপূর্ব্ব নৃত্যকৌশল দেখিবার জন্য জনতা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দাস ব্যবসায়িগণের প্রত্যেকে তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ক্রেতাগণের অবস্থাও তদ্রূপ। সহসা গুলজারের দৃষ্টি হাসিনার দিকে পড়িবামাত্র সে জনতা ঠেলিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া গেল এবং সস্নেহে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল]

গুল। বোনটী আমার, তুই এখানে? এই সয়তানের কবলে? কেমন করে এলি বোন?

হাসিনা। সে অনেক কথা দিদি—বলবো, যদি দিন পাই—এখন বল দিদি কেমন ক'রে এ সয়তানের হাত থেকে মুক্তি পাবো?

দাসব্যবসায়ী। এরা কি বিবির পরিচিত?

গুল। পরিচিত কি বলছেন সাহেব, আমার বোন—সাহেব যদি

মেহেরবাণী ক'রে আমায় কিনে নেন তা হলে তিন বোনে এক-জায়গায় থাকি। কখনও ত আলাদা থাকিনি—আমার গুণ দেখলেন ত—বাজার শুদ্ধ লোক ঝুঁকেছে!

দাসব্যবসায়ী। খাসা কথা বিবি—আমি খুব রাজী—তা—তা কি দিতে হবে?

গুল। নগদ কিছু দেন আর নাই দেন, আমার এই দুটী বোনকে ছাড়পত্র লিখে দিতে হবে। তাদের ইচ্ছা হয় আমার কাছে থাকবে, না হয় যেখানে ইচ্ছা যাবে।

দাসব্যবসায়ী। তাইতো বিবি, তা কেমন ক'রে হবে?

গুল। সাহেব রাজী না হন এখানে এমন অনেক মহাজন আছেন—যিনি ওদের কিনে নিয়ে ছাড়পত্র লিখে দিতে পারেন যদি আমায় পান—

উন্মাদের ন্যায় নব্বুর প্রবেশ

নব্বু। চমৎকার অভিনয়—চমৎকার অভিনয়! আমাকে ঠকাবি তোরা? হা—হা—হা! এত বোকা আমি নই—এত বোকা আমি নই—হা—হা—হা! কি যেন একটা কথা—এত চেষ্টা কচ্ছি মনে কর্ত্তে—কিছুতেই মনে হচ্ছে না—কি যেন কি খুঁজছি—অথচ কি খুঁজছি তা মনে কর্ত্তে পাচ্ছিনা। কেবল মনে হচ্ছে চমৎকার অভিনয়—চমৎকার অভিনয়!

[সহসা নব্বুকে দেখিয়া হাসিনা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল]

হাসিনা। বাবা—বাবা—

নব্বু। চমৎকার অভিনয়—চমৎকার অভিনয়!

হাসিনা। বাবা—

নব্বু। যেন কতদিনের পুরোনো পরিচিত স্বর! অথচ—অথচ কিছুই ধারণা কর্ত্তে পার্চ্ছি না—সব অভিনয়—চমৎকার অভিনয়!

দাসব্যবসায়ী। ছেড়ে দে আমার বাঁদীকে পাজী বেয়াদব—

[নব্বুকে বেত্রাঘাত ও হাসিনাকে ছাড়াইয়া লইল]

নব্বু। ওঃ—

বেগে ইরফানের প্রবেশ

ইরফান। খবরদার বেয়াদব, এ বাঁদী আমার! আলেপ্যোর সর্ব্বপ্রধান আমীরের বাঁদীর উপর জুলুম কর্ত্তে সাহস করিস এত স্পর্দ্ধা তোর? আর গস্তানি, তোর এই কাজ?

[একহস্তে হাসিনাকে অপর হস্তে গুলজারের কণ্ঠদেশ ধারণ]

দাসব্যবসায়ী। এ বাঁদীকে আমি কিনেছি জনাব—অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি—

ইরফান। কার কাছে?

দাসব্যবসায়ী। একটা লোকের কাছে—সে এর মালিক বলে পরিচয় দিয়েছিল।

ইরফান। জোচ্চুরী—এর মালিক আর কেউ নয় আমি।

হামজাদের প্রবেশ

হামজাদ। আজ্ঞে না জনাব, আমি পাত্তা নিয়েছি এর মালিক স্বয়ং সুলতান।

ইরফান। বেইমান বেয়াদব নফর—

রক্ষীগণসহ সুলতানের প্রবেশ

সুলতান। বেয়াদবি ওর নয় ইরফান সাহ—বেয়াদবি সুলতানের—কারণ সে স্বয়ং এসেছে তার মালেকান সম্পত্তি দখল কর্ত্তে—

[ইরফান সভয়ে উভয়কে ছাড়িয়া দিল এবং একটা ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে সুলতান সম্মুখে নতজানু হইল। এদিকে ইরফানের নাম শুনিয়া ক্রোধে নব্বুর চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল সে আপন মনে ইরফানের নাম কয়েকবার উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার বিকৃত মস্তিষ্কে যেন লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিল]

নব্বু। ইর্‌ফান— ইর্‌ফান—সয়তান—

[বলিয়াই নব্বু উদ্যত ছুরিকা ইর্‌ফানের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল]

নব্বু। কন্যা অপহরণের প্রতিশোধ! হা—হা—হা!

গুল। একি কর্লে বাবা—একি কর্লে! ইর্‌ফান—ইর্‌ফান প্রিয়তম! কেন তুমি তোমার পাপ লালসা দমন কর্ত্তে পার্লে না—নিজের সর্ব্বনাশ এমন ক'রে ডেকে আনলে।

ইর্‌ফান। অপরাধী আমি, অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছি—মার্জ্জনা ক'রো গুলজার—মার্জ্জনা করুণ জাঁহাপনা—আর নব্বু ভিখারী তুমিও মার্জ্জনা কর। (মৃত্যু)

হাসিনা। এতদিন মনের কথা কেন খুলে বলনি বোন, তাহলে ত এ সর্ব্বনাশ হত না—

গুল। বলবার সে অবসর পেলুম কৈ ভগ্নী?

হাসিনা। কি কর্লে বাবা? কি কর্লে—

নব্বু। চমৎকার অভিনয়!

সুলতান। হামজাদ, যা হবার তা ত হ'ল, এখন দাসব্যবসায়ীকে তার প্রার্থনা মত অর্থ দিয়ে বিদায় করে দাও।

[হামজাদ ও দাসব্যবসায়ীর প্রস্থান।

সুলতান। সুন্দরী হাসিনা, একদিন পিপাসায় বারি দিয়ে সুলতানকে পরিতৃপ্ত করেছিলে তার বিনিময়ে সুলতান আজ তোমায় উপহার দিচ্ছে তুরস্কের সিংহাসন ; উপহার গ্রহণ করে তাকে ধন্য ক'রো।

হাসিনা। (নতজানু হইয়া) এ কী বল্‌ছেন জাঁহাপনা, আমি দীন ভিখারীর কন্যা—জাঁহাপনার বাঁদির যোগ্যা—

সুলতান। তাহলে সে বাঁদির আসন ওখানে নয়—এইখানে—

[হাসিনাকে সাদরে বক্ষে ধরিলেন]

নব্বু। ভিখারী নব্বু দেখছিস্ কী? এও কী অভিনয়? এ যদি অভিনয় হয় চমৎকার অভিনয়!!

যবনিকা

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

আরবী হুর

[পঞ্চাঙ্ক নাটক]

(মনোমোহন থিয়েটার ও ষ্টার থিয়েটারে সগৌরবে অভিনীত)

মূল্য—১৲ টাকা

লয়লী মজনু

[ত্রয়াঙ্ক গীতিনাটক]

(মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত)

মূল্য—।৹ আনা

পরদেশী

[ত্রয়াঙ্ক গীতিনাটক]

(মনোমোহন ও অন্যান্য থিয়েটারে অভিনীত)

মূল্য—॥৹ আনা

নজরে নাকাল

[ত্রয়াঙ্ক গীতিনাটক]

(মনোমোহন ও অন্যান্য থিয়েটারে অভিনীত)

মূল্য—৷৷৹ আনা

আজব-গলৎ

[গীতিনাটক]

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

মূল্য—।৶৹ আনা

বিয়ের বাজার

[প্রহসন]

(গ্র্যাণ্ড থিয়েটার ও অন্যান্য থিয়েটারে অভিনীত)

মূল্য—।৶৹ আনা

সৎমা

[একাঙ্ক নাটক]

মূল্য—৶৹ আনা

ভ্রমরী

[একাঙ্ক নাটক]

মূল্য—৶৹ আনা

অশ্রুধারা

[একাঙ্ক নাটক]

মূল্য—৶৹ আনা

(উপরোক্ত তিনখানি নাটক পূর্ণ থিয়েটারে সগৌরবে অভিনীত)

রাবণ

[পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক]

(যন্ত্রস্থ)

সতী

[পৌরাণিক নাটক]

মূল্য—।৴৹

(রঙমহলে অভিনীত)